

ত্রিপুরা সরকার
তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তর
গোখাবন্তী, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা তপশিলী জাতি ভুক্ত ছাত্র/ছাত্রীদের জানানো যাইতেছে যে রাজ্য সরকারের ঘোষিত নতুন প্রকল্প অনুযায়ী ত্রিপুরায় স্থায়ীভাবে বসবাসকারী আর্থিকভাবে দুর্বল তপশিলী জাতি ভুক্ত ছাত্র/ছাত্রীদের সরকার অনুমোদিত যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন পেশাগত পাঠ্যক্রমে পড়াশুনার করার জন্য নিম্নলিখিত শর্ত সাপেক্ষে এককালীন আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে।

১) যে সকল ছাত্র/ছাত্রী কমপক্ষে ২ (দুই) বছরের পাঠ্যক্রমের জন্য সরকার অনুমোদিত রাজ্যের এবং রাজ্যের বাইরের যেকোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ২০২০-২১ সালে প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়েছে এবং মাধ্যমিকোত্তর বৃত্তির জন্য নাম নথিভুক্ত করেছেন।

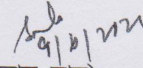
২) State level verification এর পর যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে এবং অবশ্যই ন্যূনতম ৫০ (পঞ্চাশ) শতাংশ নম্বরসহ মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক পরিক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে কেবলমাত্র সেই সকল ছাত্র/ছাত্রীরাই এই সহায়তার জন্য তাদেরকে নিম্নোক্ত Bio Data সহ আগামী ২২/০৬/২০২১ ইং তারিখের মধ্যে সাদা কাগজে তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তরে আবেদন করিতে হইবে।

(1). Name of Applicant, (2). Father's Name, (3). Address, (4). NSP Application ID, (5). Name of Course, (6). % of Marks Secured - i) Madhyamik ii) Name of Board, (7). % of Marks Secured- i) H + 2 Stage ,ii) Name of Board, (8). Name of professional course (9). Date of Birth, (10). Ration Card No., (11). Aadhaar Card No., (12). Mobile No., (13). Name of Municipal Corpn./Council /Nagar Panchyat & Word No. (14). Name of Block & GP (15). Bank Account Details- i) Name of Bank, ii) Branch Name, iii) Account No., iv) IFSC Code No.

৩) এককালীন সহায়তার মোট ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা দুই কিস্তির মাধ্যমে দেওয়া হবে। প্রথম কিস্তির ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা দেওয়া হবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার পর এবং দ্বিতীয় কিস্তির ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা দেওয়া হবে নির্দিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রথম বর্ষের উত্তীর্ণের প্রমানপত্র দাখিলের পর।

৪) উক্ত এককালীন সহায়তা মঞ্জুরের ক্ষেত্রে মাধ্যমিকোত্তর বৃত্তি পাওয়ার যোগ্য প্রার্থীদের কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবেনা।

৫) তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তরের বাৎসরিক বাজেট বরাদ্দের উপর ভিত্তি করে এককালীন সহায়তা প্রদানের মোট ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা এবং পাঠ্যক্রম (course) নির্ধারণ করা হবে এবং মেধার ভিত্তিতে প্রার্থী নির্বাচন করা হবে। তবে এক্ষেত্রে মোট আসন সংখ্যার ৮০ শতাংশ ছাত্র/ছাত্রী নির্বাচন করা হবে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ (TBSE) এবং ২০ শতাংশ কেন্দ্রীয় শিক্ষা পর্ষদ (CBSE/ICSE) এবং আন্যান্য পর্ষদ থেকে পাশ করা ছাত্র/ছাত্রীদের থেকে।


(সন্তোস দাস)
অধিকর্তা

তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তর
ত্রিপুরা সরকার
দূরভাষ : ০৩৮ ১-২৩২ ৩৩৬৩